দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT-06 2006 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪...

নৌকায় স্কুল লাইব্রেরি ঃ শিক্ষার্থী ভূমিহীন পরিবারের সন্তান

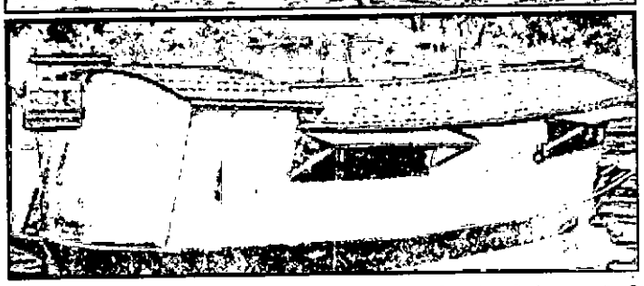

রাজশাহীঃ স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা চলনবিল এলাকায় সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার তৈরি নৌকার ভেতর -ইত্তেফাক

॥ রেজাউল করিম খান, রাজশাহী অফিস ॥

দেশের সবচেয়ে বড় বিল চলনবিল। পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও নাটোর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই বিলের অবস্থান। ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় এই এলাকার মানুষ সবদিক থেকেই পিছিয়ে আছে। ফসল হয় বছরে মাত্র একটি। ফলে দারিদ্র্য পিছু ছাড়ে না।

শিশুরা খুব কমই স্কুলে যায়। এই অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা ২০০২ সালে চলনবিল অঞ্চলে শিক্ষা বঞ্চিতদের জন্য গ্রহণ করে একটি ব্যতিক্রমী কার্যক্রম। যেহেতু গ্রামগুলো পানিবেষ্টিত। সেজন্য নৌকাকেই বানানো হয় স্কুল। ঐ স্কুল যায় বাড়ি বাড়ি। শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য তুলে আনা হয় নৌকায়। বই-খাতা দিয়ে চলে পাঠদানের কাজ।

১৯৮৮ সালে বন্যার সময় নন্দকুজা-আত্রাই-বড়াল নদী তীরবর্তী মানুষ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যোগাযোগের অভাবে গ্রামগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অভাব দেখা দেয়। সরকারি-বেসরকারি ত্রাণসামগ্রী ছিল অপ্রতুল। পানির নিচে থাকায় স্কুলগুলো ছিল বন্ধ। অনেক মানুষ তখন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নৌকায় অবস্থান করেছে। স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শহর থেকে পণ্য কিনে নৌকায় বাড়ি অথবা নৌকায় অবস্থানকারীদের কাছে বিক্রি করেছে। সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এ এইচ এম রেজোয়ান ঐ সময় বন্যাকবলিত গ্রামগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন। তিনি (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নৌকায় স্কুল

(প্রথম পৃঃ পর)

জানতে পারেন, প্রায় প্রতি বছরই এই অঞ্চলের স্কুলগুলো বর্ষার সময় তিন থেকে চার মাস বন্ধ থাকে। শিশুরা বাড়িতে অলস সময় কাটায়। গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। অধিকাংশ মানুষ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। বস্তুত, তারা ছিল দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। এসব পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য জনাব রেজোয়ান ২০০২ সাল থেকে সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার মাধ্যমে নৌকায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। পরে নৌকায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু করা হয়। গ্রামের কৃষক ও কৃষাণীদের সংগঠিত করে মোবাইল, ইন্টারনেট এডুকেশনাল ইউনিট গঠন করা হয়। সংস্থাটি গত চার বছরে চলনবিল অঞ্চলের প্রায় ৮৭ হাজার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. সমজিৎ পাল বলেন, নদী তীরবর্তী কৃষি নির্ভর প্রত্যন্ত পল্লীতে বসবাসকারী জনগণ নৌকার এই কর্মসূচিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকার কৃষকরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন করছে। নৌকা স্কুলে ভর্তির হার ৩০ শতাংশ বেড়েছে।